সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজিঃ নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৩তম বর্ষ ❑ ৭ম সংখ্যা ■ কার্তিক -১৪২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

ম্যাংগো অ্যাপস ২

রাজশাহীতে ছাদ কৃষি বিষয়ক অবহিতকরণ সভা ৩

উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে শতকরা ২০ ভাগ ৪

বরিশালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সাথে ৫

"বগুড়া অঞ্চলে নির্বিঘ্ন বোরো ধান চাষে করণীয়" ৬

পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ–মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের শতভাগ পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিত করে অচিরেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। ১৬ অক্টোবর ২০১৯ রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী' প্রতিপাদ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ এর সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কৃষিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অবদানের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তও থাকছে। আমরা এ খাদ্য রপ্তানির জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার ও মেলা উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং সাথে আছেন জনাব আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিএডিসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কৃষি এখন অভিজাত শ্রেণির পেশা

–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

আলোচনা সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয়মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি কোনো দিনই সম্মানজনক পেশা ছিল না। অভিজাতরা কৃষককে চাষা বলে গালি দিত। দিন বদলেছে, কৃষি এখন অভিজাতদের পেশায় পরিণত হয়েছে। অনেক মেধাবী ও তরুণরা পশ্চিমা দেশের উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কৃষি কাজ করছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই কৃষির লক্ষ্য পূরণে মেধাবী ও তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। অন্য যেকোনো ক্ষেত্র থেকে দেশে কৃষিরগুরুত্ব ও সম্ভাবনা অনেক বেশি। ১৩ অক্টোবর ২০১৯ রাজধানীর দিলকুশার কৃষি ভবনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমরা দানাদার ফসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত থাকে। দেশে এখন কেউ না খেয়ে থাকে না। এখন দেশের কোথাও ছনের ঘর নেই।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কৃষকদের বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ করতে হবে

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষকদের বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ করতে হবে। সে লক্ষ্য অনুযায়ী কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সঠিক সময়ে উন্নত প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে হস্তান্তর করে ফসল উৎপাদন করলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে সব ধরণের কৃষি পন্য রপ্তানী করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায়, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প এর আওতায় ১৯-২০ অর্থবছরে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এর সম্মেলন কক্ষে, ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এসব কথা বলেন।

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন-কৃষিবিদ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- কৃষিবিদ শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অদিধপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল; কৃষিবিদ মো. জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, খামারবাড়ি, ঢাকা; কৃষিবিদ মো. কামাল উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হোমনা, কুমিল্লা।

মহাপরিচালক দুই দিনের সফরে কুমিল্লায় এসে প্রথম দিন কুমিল্লা আদর্শ সদর অরন্যপুর ব্লকে ধানের জমিতে আলোক ফাঁদ উৎসবে অংশগ্রহন করেন এবং উপকারী ও ক্ষতিকারক পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শ প্রদান করেন।

ম্যাংগো অ্যাপস

আমবাগান কেনাবেচায় আমের ফলন নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন থেকে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে আগাম জানা যাবে আমের ফলন। ইমেজ এনালাইসিসের মাধ্যমে যে কোন জাতের ফলন আগাম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এই অ্যাপস দিয়ে আমের ফলন প্রাক্কলন করতে প্রয়োজন হবে আমসহ গাছের ছবি, এই ছবি এনালাইসিস করে আমের সংখ্যা বের করা হবে। আমগাছের বয়স অনেক বেশি হলে বা ক্যানোপির বিস্তার বেশি হলে একটি গাছের কয়েকটি ইমেজ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এরপর প্রত্যেক জাতের আমের গড় ওজন দিয়ে গুণ করলে ফলন বের হবে। এই ম্যাগো অ্যাপস ব্যবহার করে অত্যন্ত স্বল্প খরচে ও কম সময়ে অনেকাংশে নির্ভুলভাবে আমের ফলন প্রাক্কলন সম্ভব হবে। এই প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সারাদেশের আমের ফলনও নির্ণয় করা সম্ভব। বর্তমানে দেখা যায়, এক বছর আমের দাম বেশি হয় এবং অন্য বছর একবারে দাম কমে যায়। দেশের আগাম ফলন জানা থাকলে আম সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনা করা সম্ভব। এমতাবস্থায়, বারি উদ্ভাবিত ম্যাংগো অ্যাপস (http://bariprecisionagriculture.org/) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি আম গাছের ফলন, প্রতিটি বাগানের ফলন সঠিকভাবে প্রাক্কলন করা সম্ভব।

ড. মো. শরফ উদ্দিন, এসএসও, ফল বিভাগ, এইচআরসি, বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর

লেবু মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও কৃষককে লাভবান করবে

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনে আমাদের সফলতার উজ্জল দৃষ্টান্ত রয়েছে। লেবু মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবেও কৃষককে লাভবান করবে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরের প্রশিক্ষণ হলরুমে ২৩ অক্টোবর ২০১৯ লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর হর্টিকালচার উইংয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডক্টর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, যে কোন প্রদর্শনী স্থাপনের আগে নতুন জাত কিংবা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের প্রতি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত কৃষকের আগ্রহ আছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। একজন আগ্রহী কৃষক নিজে সফলভাবে প্রযুক্তি গহণের পাশাপাশি তার চারপাশের কৃষককে তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ফারুক আহমদ। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বারি, বিনা, এসআরডিআই, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি ও কৃষকসহ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীতে ছাদ কৃষি বিষয়ক অবহিতকরণ সভা

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো: শামছুল হক, উপপরিচালক, ডিএই, রাজশাহী

মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসারের কার্যালয়, মতিহার, রাজশাহী এর আয়োজনে ২২ অক্টোবর ২০১৯ শহরের ছাদ বাগানীদের নিয়ে "ছাদ কৃষি বিষয়ক অবহিতকরণ সভা" কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহীর প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: শামছুল হক।

প্রধান অতিথি বলেন, পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পৃথিবীর দেশে দেশে নগর পরিকল্পনায় যোগ হচ্ছে সবুজ প্রকৃতির। ছাদ কৃষি পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষার পাশাপাশি সবুজ অর্থনীতিতে নতুন সংযোজন হিসেবে আশা জাগিয়েছে। ছাদ কৃষির মাধ্যমে বাগান বিস্তারে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। দালান-কোঠার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি তাপমাত্রা হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ছাদের সবুজ স্তর বিভিন্ন ট্রান্সমিটিং স্টেশন থেকে নিঃসরিত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রতিহত করছে। ছাদ কৃষিতে একদিকে যেমন বাগান পরিচর্যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা আসে, তেমনি ছাদে সবুজ আভরণে পরিবেশের মলিনতা কাটিয়ে সবুজ সতেজতা আনে।

তিনি আরো বলেন, সবুজ অঙ্গন যত বাড়বে ততই নির্মল বায়ু, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রার স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে ভার্মিকম্পোস্ট সার ব্যবহার করলে ফল ও সবজি খুব সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার,পাপিয়া রহমান মৌরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মো: মঞ্জুরুল হক, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, মোছা: উম্মে ছালমা, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), মো: সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান)। এ ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ রাজশাহী জেলার কিষান-কৃষানি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কৃষকপর্যায়ে এলাকাভিত্তিক লাগসই নতুন জাত সম্প্রসারণ করা সম্ভব

ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রংপুর অঞ্চল, রংপুর

কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করে দ্রুত কৃষক পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক লাগসই নতুন জাত সম্প্রসারণ করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চল রংপুর এর ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত পরিচালক এর হলরুমে ১২ অক্টোবর ২০১৯ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক অবহিতকরণ কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক, রংপুর অঞ্চল, রংপুর এর মোহাম্মদ আলী এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে মানসম্মত ধান, গম এবং পাটবীজ কৃষকপর্যায়ে উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি জাতীয় কৃষি অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা এর মো. মোয়াজ্জম হোসেন।

সঠিক সময়ে, সঠিক মূল্যে কৃষকের নিকট সঠিক, উন্নত জাত ও মানের ধান, গম ও পাটবীজ সহজলভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং বীজ বাজারব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ানো প্রকল্পের মূল লক্ষ্যকে উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, সারা দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও বড় কৃষক পরিবারের সকল নারী-পুরুষসহ বাংলাদেশের সকল শ্রেণি পেশার জনগণ প্রকল্পের সুবিধা ভোগী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হবে।

পিরোজপুরে বালাইনাশকের সঠিক ব্যবহার শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সম্প্রসারণ প্রযুক্তি হস্তান্তরের বেলায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে মাইক্রো লেভেলের তথ্য থাকা দরকার। কোনো ক্রমেই যেন ভুল তথ্য গ্রহীতার নিকট না পৌছে। বালাইনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়, মাত্রা, পদ্ধতি এবং প্রোডাক্ট অবশ্যই সঠিক হতে হবে। এসবের মাধ্যমে ফলাফল ভালো হয়। অটো ক্রপ কেয়ার আয়োজিত 'ফসলের বালাইনাশকের সঠিক ব্যবহার' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা ২৯ অক্টোবর পিরোজপুরের খামারবাড়িস্থ ডিএই প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রধান অতিথি অটো ক্রপ কেয়ারের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. সদরুল আমিন এসব কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক আবু হেনা মো. জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার বিভাষ চন্দ্র সাহা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, অটো ক্রপ কেয়ারের কর্মচারী প্রমুখ । নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে শতকরা ২০ ভাগ ফসল বাড়ানো সম্ভব

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো: খায়রুল আলম (প্রিন্স), প্রকল্প পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙামাটি

উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। আমাদের দেশ ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উন্নতমানের বীজের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কৃষক পর্যায়ে সে চাহিদা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ডাল, তেল ও মসলা ফসল চাষের জন্য একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এলাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল এর আয়োজনে এবং কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অর্থায়নে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে রাঙ্গামাটি সদরের আশিকা কনভেনশন পার্কে প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরের মাঠ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকার কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো: খায়রুল আলম (প্রিন্স) এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের গুণগতমান যাতে সঠিক থাকে এবং অন্য কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকের উৎপাদিত বীজ প্যাকেটজাত করার পূর্বে অবশ্যই বীজের মান পরীক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটির অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মো: হুমায়ুন কবীর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার মো: জলিল মণ্ডল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খাগড়াছড়ি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মর্তুজ আলী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বান্দরবান জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. এ কে এম নাজমুল হক। কৃষি মন্ত্রণালয় অধীনস্থ/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যনরা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি আবহাওয়া তথ্য কৃষকদের মাঝে উপযোগী ভাষায় সরবরাহ

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায়, ৩ অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ হলে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ মো. আবু নাছের, উপপরিচালক, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এরসভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চল।

প্রধান অতিথি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। দুর্যোগপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও আবহাওয়া ও জলবায়ু, নদ-নদীর পানির অবস্থা, আগাম সতর্কীকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে এ দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এ বিষয়ে কারিগরি দিক থেকে উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। টেকসই কৃষি উৎপাদনের জন্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য কৃষকদের কাছে তাদের উপযোগী ভাষায় সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত তথ্যাদি কৃষি উৎপাদনে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন- ড. মিজানুর রহমান, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয় অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জাতীয় গাছ আমের চারা রোপণ কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর ময়েনপুর নয়াপাড়া গ্রামে ৫০ টি বারি-৪ আম গাছের চারা বিতরণ ও রোপণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর, উপজেলা কৃষি অফিসার, মিঠাপুকুর, রংপুর। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মো. লোকমান হেকিম ও কৃষিবিদ আবদুল্লা আল তুষার ও ঐ ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তহশেম আলী, কিষান-কিষানিসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মো. আসাদুজ্জামান, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর

বরিশালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সাথে অধীনস্থ কর্মচারীদের মতবিনিময়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সাথে অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা ২ নভেম্বর ২০১৯ বরিশাল নগরীর খামারবাড়িস্থ ডিএই সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিবি) মো. রুহুল আমিন তালুকদার। অনুষ্ঠানে ডিএই, বিএডিসি, ব্রি, বারি, বিনা, এ আইএস, এসসিএ, এসআরডিআই, বিএসআরআই, এটিআই, হর্টিকালচার সেন্টার এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা / কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ❑ নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদকপ্রাপ্তদের মতবিনিময় সভা

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বির্নিমাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কৃষিতে অসামান্য অবদানের জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক" প্রাপ্তদের মতবিনিময় সভা ২০ সেপ্টম্বর ২০১৯ মানিক মিয়া এ্যাভিনিউস্থ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড.এম.এ. রহিম, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিচালক, বাউ জার্মপ্লাজম সেন্টার, বাকৃবি, ময়মনসিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন জনাব মোঃ মাহবুব-উল আলম হানিফ এমপি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতজশা, সুবক্তা কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান, সম্মানিত সদস্য, এপিএ পুল, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সাবেক মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং অপর বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা। অনুষ্ঠানে প্রতিটি জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দের কক্ষে শুরু হতে অদ্যাবধি ১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ''বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক'' প্রাপ্তদের তালিকা ও তথ্য সম্বলিত অনার বোর্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে বলে বিশেষ অতিথিবৃন্দ জানান। ❑ কৃষিবিদ শেখ মোঃ মুজাহিদ নোমানী, সিনিয়র সহসভাপতি।

ময়মনসিংহে জাতীয় ইদুর নিধন অভিযান

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আয়োজনে ডিএই-র কনফারেন্স রুমে জাতীয় "ইদুর নিধন অভিযান-২০১৯" এর উদ্বোধন,আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ ২২ অক্টোবর, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো.আসাদুল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ। সভাপতিত্ব করেন ডঃ মোঃ রেজাউল করিম, উপপরিচালক,অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ। অনুষ্টানে বক্তারা ইদুর নিধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনাসহ কৌশলগত ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শন করান। উক্ত অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের জেলা ও উপজেলার সর্বস্থরের কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, পুরষ্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি ও কৃষকগন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপজেলা কৃষি কর্মচারী, ময়মনসিংহ সদর ময়মনসিংহ, মাইলোরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা সহ তিনজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও চারজন কৃষককে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সনদ পত্র বিতরণ করা হয়। ❑ সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, এআইসিও, ময়মনসিংহ অঞ্চল

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ এর আলোচনা সভা

সারা দেশের ন্যায় সিলেট জেলা প্রশাসন এবং সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর ২০১৯ সিলেট জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব এম কাজী এমদাদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সিলেট। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ জনাব মো. সালাহ্উদ্দিন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- প্রফেসর ড. মো. আবুল কাসেম, কৃষি অনুষদ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ ও কৃষকগণ। ❑ আসাদুল্লাহ, এআইসিও, কৃতসা, সিলেট

"বগুড়া অঞ্চলে নির্বিঘ্ন বোরো ধান চাষে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, ব্রি, গাজীপুর

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি-আঞ্চলিক কার্যলয়,সিরাজগঞ্জ এর আয়োজনে "বগুড়া অঞ্চলে নির্বিঘ্ন বোরো ধান চাষে করণীয়"শীর্ষক কর্মশালা বগুড়ার পর্যটন মোটেল, বনানী এর হলরুমে ১৯ অক্টোবর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি এর মহাপরিচালক কৃষি বিজ্ঞানী ড. মো. শাহজাহান কবীর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি এর পরিচালক (গবেষণা) ড. তমাল লতা আদিত্য।

প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নে সদা তৎপর থেকে কৃষকদেরকে যাবতীয় উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন, এর ধারাবাহিকতা প্রতিটি অঞ্চলে "নির্বিঘ্ন বোরো ধান চাষে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি- এর উদ্ভাবিত নতুন উচ্চফলনশীল ধান জাত ব্রি -৫৮, ব্রি-৮১, ব্রি-৮৯, বি-৯১, চারা রোপণ, জীবনকাল, উৎপাদন, চালের পুষ্টিমান সম্পর্কে প্রযুক্তিগত সম্প্রসারণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী সকল কর্মকর্তাদের কৃষক মাঠ পার্যয়ে সহায়তা কারার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন ভাতের বিকল্প নেই, আমরা মাছে ভাতে বাঙলি, ধান ছাড়া ভাত কল্পনা করা যায় না, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি বিধায় এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথি ক্রপস উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধান উৎপাদন শ্রমিক খরচ কমাতে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির (যেমন- কম্বাইন হারভেস্টার, পাউডার থ্রেসার, পাউয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার (ধান ও গম কাটার যন্ত্র) সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্রপস উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ আব্দুর রাজ্জাক, ব্রি এর পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. কৃষ্ণ পদ হালদার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ মোহা. কামাল উদ্দীন তালুকদার ও অতিরিক্ত পরিচালক (প্রাক্তন) কৃষিবিদ মো. আরশেদ আলী। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারী, কিষান-কিষানি, সার ও কীটনাশক ডিলারগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকদের দরকার আরো প্রশিক্ষিত করা

নাহিদ বিন রফিক , কৃতসা, বরিশাল

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ডিএইর পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং) ড. আলহাজ উদ্দিন আহম্মেদ

কৃষকদের দরকার আরো প্রশিক্ষিত করা। জমি কমছে, যোগ হচ্ছে মানুষের সংখ্যা। সে সাথে বাড়ছে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব। এসব মোকাবেলা করেই শস্যের ফলন বাড়াতে হবে। যেহেতু চাষিরা ফসল উৎপাদনের কারিগর, তাদেরকেই প্রয়োজন প্রযুক্তি ভাণ্ডারে পরিণত করা। আর সে ক্ষেত্রে বাড়াতে হবে কৃষি বিভাগের জনবলের দক্ষতা। এজন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। ১৪ অক্টোবর ২০১৯ বরিশাল নগরীর ডিএই সম্মেলনকক্ষে 'উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) পরিচালক (প্রশিক্ষণ উইং) ড. আলহাজ উদ্দিন আহম্মেদ এসব কথা বলেন।

এসডিজি সম্পর্কে তিনি বলেন, এসডিজি অর্জনে দরকার খাদ্যের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ানো। বাঙালিরা পারে না এমন কিছু নেই। আমরা ইতোমধ্যেই নিম্ন হতে নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। এরপর মধ্য আয় থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবো ।

ডিএই আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. তাওফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস এবং প্রকল্প পরিচালক মো. তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে ডিএই, কৃষি তথ্য সার্ভিস, এসসিএ, এটিআই, এবং হর্টিকালচার সেন্টারের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

রাজধানীতে শেষ হলো তিন দিনের খাদ্য মেলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর ও প্রাণ গ্রুপ। এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার পদস্থসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মেলায় সরকারি বেসরকারি ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের ৬৭ টি স্টল অংশ নেয়।

পুষ্টি কর্ণার : জলপাই

খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম জলপাই ফলে ভিটামিন 'সি' ৩৯ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এতে ক্যালসিয়াম ২২ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.১ মিলিগ্রাম বিদ্যমান। এছাড়াও জলপাইয়ের তেল ম্যাসাজ অয়েল, প্রলেপ ও রোচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সব জেলাতেই জলপাই চাষ হয়। জলপাইয়ের দুইটি উচ্চফলনশীল জাত হলো বাউজলপাই-১ ও বারি জলপাই-১।

পূর্ণাঙ্গ মধ্যম আয়ের দেশের দ্বারপ্রান্তে

প্রথম পাতার পর

বাজার খুঁজছি। এখন জনগণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতে সরকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

তিনি বলেন, শুধু আইন দিয়ে এবং সরকার চেষ্টা করলেই হবে না, নিরাপদ ও পুষ্টিমানের খাবার নিশ্চিতের জন্য দেশের জনগণকেও সচেতন হতে হবে। বলতে হবে, ভেজাল খাবো না-ভেজাল বিক্রি করতে দেবো না। সম্প্রতি কৃষির সাফল্যর বিস্তারিত বিবরণে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বিশ্বের বহু দেশের মানুষ বাংলাদেশের কৃষির এই অকল্পনীয় উন্নয়নের গল্প শুনতে আসেন। বাংলাদেশের কৃষি এখন বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে কখনো খাদ্য ঘাটতি ছিলো না। নীল চাষ গছিয়ে দেয়ায় ব্রিটিশ আমলে এ ভূখণ্ডে খাদ্য ঘাটতি শুরু হয়। যা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বিগত সরকারগুলোর আমলেও বহাল ছিলো।

সাম্প্রতিক কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের সাফল্য তুলে ধরে তিনি বলেন, এসব ক্ষেত্রে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশে মাছ ২শ টাকা কেজির নিচে নেই, পোল্ট্রি মুরগীর কেজি ১৩০-১৪০ টাকা। আমরা বিদেশে পোল্ট্রির মাংস রফতানির প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে এক্ষেত্রে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যাতে সীসা ঢুকাতে না পারে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব আরিফুর রহমান অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি ছিলেন এফএও বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডি. সিম্পসন। আয়োজিত সেমিনারে প্রতিপাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন থাইল্যান্ডের মাহিডল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ভিসিথ চাভাসিট। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাজমা শাহীন, আইসিডিডিআরবির সিনিয়র পরিচালক ডা. তাহমিদ আহমেদ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক। কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ সেমিনারে অংশ নেন।

সেমিনার এর আগে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অন্যান্য অতিথিদের নিয়ে কেআইবি চত্বরে তিন দিনের খাদ্য মেলা উদ্বোধন করে স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। সকালে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু হয় এবং মেলা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। মেলায় সরকারি ও বেসরকারি ৪৬ টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থেকছে। এছাড়াও বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার, মাসিক কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র, পোস্টার প্রকাশনা ও বিতরণ, মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও দিবসটি উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবাকেন্দ্র

কৃষিতে আইসিটি

ইঁদুর নিধনে লাভের হিসাব থাকা দরকার

শেষের পাতার পর

এজন্য প্রয়োজনে রাজস্ব বা প্রকল্প বা কর্মসূচির মাধ্যমে নিধনকারীদের আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। তাহলেই ইঁদুর নিধনে সাফল্য আসবে। ক্ষতিকর পোকা ও ইঁদুর দমনের জন্য প্রত্যেক গ্রামের পতিত জায়গায় অভয়ারণ্য তৈরি করতে হবে। গুইসাপ মারা যাবে না।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুন্ড এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ এ জেড এম ছাব্বির ইবনে জাহান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপপরিচালক কৃষিবিদ জাকিয়া বেগম। প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

'আসুন, সম্পদ ও ফসল রক্ষায় সম্মিলিতভাবে ইঁদুর নিধন করি' প্রতিপাদ্যে সকালে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযানের বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে শুরু এবং মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে শেষ হয়।

বিএডিসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কৃষি এখন

প্রথম পাতার পর

সব টিনের ও পাকা ঘর হয়ে গেছে। আমরা এখন দেশকে পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এজন্য দরকার কৃষির বহুমুখীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়ন। এতে লাভজনক হবে কৃষি। মানুষের কর্মসংস্থান হবে, আয় বাড়বে। সে আয় দিয়ে মানুষ পুষ্টিমানের খাবার কিনে খেতে পারবে। তিনি বলেন, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী চেতনায় কৃষিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। বিএডিসিকে ভেঙ্গে বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা চালায়।

একসময় সারের দাবিতে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ১৮ জন কৃষক। অথচ এখন সার কৃষকের হাতের নাগালে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসলে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী না হলে হয়তো বিএডিসি ভবনও থাকত না।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, ভিত্তিবীজের সরবরাহ শতকরা ৬ ভাগ থেকে ২০ ভাগে উন্নীত করেছে বিএডিসি। কৃষির উন্নয়নের জন্য বিএডিসিকে আরো নতুন নতুন কর্মসূচি নিতে হবে। ভূট্টার অপার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। ৬০ লাখ মেট্রিক টন নয় আমাদেরকে এক কোটি মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। ছোট খাটো জায়গায় নয়, পরিকল্পিতভাবে অনেক বড় জায়গা নিয়ে ব্যাপকভাবে ভুট্টা ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোসহ অর্থকরী ফসলের চাষ বাড়াতে হবে।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম ধারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। এটা এখন আমরা আমাদের ঘর থেকে শুরু করেছি। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএডিসিসহ কোনো দপ্তররের কেউ জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নয়। সকলকে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিএডিসিকে সম্মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সকলকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, আমি বিএডিসির চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় একটি ডায়েরী মেনটেইন করতাম। তার নাম ছিল স্বপ্ন লিপিবদ্ধকরণ ডায়েরি। সেখানে অনেক স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করা আছে। যার অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশে কী পরিমাণ বীজের চাহিদা রয়েছে ও কী পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে, তার একটা গবেষণা দরকার। একটি কর্মসূচির মাধ্যমে বীজের চাহিদা নিরূপণ করার কাজটি এগিয়ে নিতে পারলে দেশে আর বীজের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় করা যাবে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যনদের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি, সাবেক কৃষি সচিব ও এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, মো. আজহারুল ইসলাম ও জাকির হোসেন চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

এর আগে কৃষিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্ধু কর্নার ও ইলেকট্রনিক গেট উদ্বোধন করেন।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩তম বর্ষ ■ ৭ম সংখ্যা
■ কার্তিক-১৪২৬ বঙ্গাব্দ; অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

ইঁদুর নিধনে লাভের হিসাব থাকা দরকার

-কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, এমপি

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি বলেছেন, বিগত বছরে ইঁদুর অভিযানে আমাদের কোনো লাভ হয়েছে কি না, তার মূল্যায়ন দরকার। শুধু ইঁদুর নিধন অভিযান চালিয়ে কোনো লাভ হবে না। কয়েকটি বড় প্রকল্প ছাড়া অন্য কোনো প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রকৃত অর্থে মূল্যায়নের হিসাব পাওয়া যায় না। আগামীতে এ বিষয়টি হিসাব নিকাশের মধ্যে আসতে হবে। ইঁদুর কোন ফসলে কী পরিমাণ ক্ষতি করে এবং টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ কত তাও বের করতে হবে। ১০ অক্টোবর ২০১৯ রাজধানীর খামারবাড়ির আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০১৯ উদ্বোধন ও ২০১৮ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয়

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিএস ও ডিএই'র তথ্যের মধ্যে মিল নেই। তথ্যের যদি মিল না থাকে তাহলে আমরা এগুবো কিভাবে। জমি কমছে মানুষ বাড়ছে। তার ওপর কৃষকও ফসলের দাম পাচ্ছে না। ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য দ্বিগুণ করতে হবে। এটা কোনো সহজ কাজ নয়। তাই নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি ও জাত উন্নয়নের বিকল্প নেই। গবেষণায় উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারিত করে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, মাউস হান্টার নাম দিয়ে উপসহকারি কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে প্রতিদিন ইঁদুর নিধন অভিযান চালাতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রাজধানীতে শেষ হলো তিন দিনের খাদ্য মেলা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী' প্রতিপাদ্যে ১৮ অক্টোবর ২০১৯ কেআইবি'র থ্রি-ডি হলে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় তিন দিনব্যাপী মেলার আনুষ্ঠানিকতা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) ড. মো. আব্দুর রৌফ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ উইং) সনৎ কুমার সাহা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলাম ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডি. সিম্পসন। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক চন্ডী দাস কুন্ডু।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯ সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি ড. মো. আব্দুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়

উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি-বেসরকারি ৮টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেয়া হয়। প্রথম পুরস্কার পায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), যৌথভাবে দ্বিতীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd